কালের কণ্ঠ

তারিখ: 04 JAN 2015
পৃষ্ঠা: ৯ কলাম: ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অবরোধে অচল

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▶

সরকার সমর্থক ছাত্রলীগের একটি পক্ষের অনির্দিষ্টকালের অবরোধ কর্মসূচির প্রথম দিন গতকাল শনিবার অচল হয়ে পড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। যদিও পরে এ লাগাতার কর্মসূচি দুই দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে দুই দিন অবরোধ স্থগিত করা হয়েছে বলে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এর মধ্যে রবিবার বিশ্ববিদ্যালয় ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে বন্ধ থাকছে। পরের দিন সোমবার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মঙ্গলবার থেকে ছাত্রলীগের এ অংশটি আবার লাগাতার অবরোধ শুরু করবে।

ছয় দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাটল ট্রেনের বণিভিত্তিক ছাত্রলীগের সংগঠন ভার্সিটি এক্সপ্রেস (ভিএক্স) শুক্রবার সন্ধ্যায় কর্মসূচি ঘোষণা করে। এর আগে অবশ্য তারা লাগাতার অবরোধের হুমকি দিয়ে রেখেছিল।

কর্মসূচি দুই দিন স্থগিত

অবরোধের প্রথম দিন গতকাল চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আসা-যাওয়া করা শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ ছিল। কোনো বিভাগে ক্লাস ও পরীক্ষা হয়নি।

এর আগে শুক্রবার গভীর রাতে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের প্রধান বাহন শাটল ট্রেনের হোস পাইপ খুলে দেয় অবরোধকারীরা। এতে গতকাল সকাল থেকে শাটল ট্রেন বন্ধ করে দেয় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। শাটল ট্রেন বন্ধ থাকায় শত শত শিক্ষার্থী স্টেশনে গিয়ে ফিরে এসেছেন।

শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে যেতে না পারায় অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস এবং ফলিত ও পরিবেশ রসায়ন বিভাগের পরীক্ষা স্থগিত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তবে শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকলেও শিক্ষক বাস চলাচল স্বাভাবিক ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সিরাজ উদ দৌল্লাহ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'অবরোধে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শাটল ট্রেন বন্ধ থাকলেও শিক্ষক বাস চলাচল স্বাভাবিক ছিল। দুটি বিভাগের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।'

উল্লেখ্য, শাটল ট্রেনের বণিভিত্তিক ছাত্রলীগের আরেকটি সংগঠন চুজ ফ্রেন্ড উইথ কেয়ারের (সিএফসি) সঙ্গে বিরোধের জের ধরে গত ১৪ ডিসেম্বর সংঘর্ষ এবং গুলিতে তাপস সরকার খুন হয়। এর আগে দুই পক্ষের সংঘাত ও পাল্টাপাল্টি কর্মসূচির কারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অচল হয়ে পড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে দুই পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করে দেন চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের নেতারা।

তাপস হত্যাকাণ্ডের জন্যও দুই পক্ষ পরস্পরকে দায়ী করে আসছে। এ ঘটনায় করা মামলায় এক পক্ষের নেতা-কর্মীদের আসামি করা হয়েছে।

ভিএক্স তাপস হত্যাকাণ্ডে জড়িত প্রকৃত খুনিদের গ্রেপ্তার, কর্তব্যে অবহেলার জন্য হাটহাজারী থানার ওসিকে অপসারণ এবং ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাসহ ছয় দফা দাবি জানিয়ে এর আগে বিক্ষোভ করেছে। তারা ৭২ ঘণ্টার মধ্যে দাবি পূরণের আলটিমেটাম দিয়েছিল। অন্যথায় লাগাতার অবরোধ ডেকে বিশ্ববিদ্যালয় অচল করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছে। সিএফসিও পাল্টা ছয় দফা দাবি তুলে একই ধরনের কর্মসূচি পালনের হুমকি দিয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য ও ভিএক্স নেতা সারোয়ার জাহান আদিব কালের কণ্ঠকে বলেন, 'ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে আমাদের অবরোধ দুই দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। দাবি মেনে না নিলে আগামী মঙ্গলবার থেকে আবার অবরোধ অব্যাহত থাকবে।'

এদিকে অবরোধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সমর্থন রয়েছে এমন অভিযোগ করেছে ভিএক্সের প্রতিপক্ষ সিএফসি। তাদের অভিযোগ, রাতে ট্রেনের হোস পাইপ খোলা হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন চাইলে সকালে তা ঠিক করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে পারত।

সিএফসি নেতা ও বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সুমন মামুন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা মনে করি অবরোধে প্রশাসনের সমর্থন রয়েছে।'